‘আল্লাহ জানেন’-এর দেশে...

লিখেছেন আসহাবুর রহমান

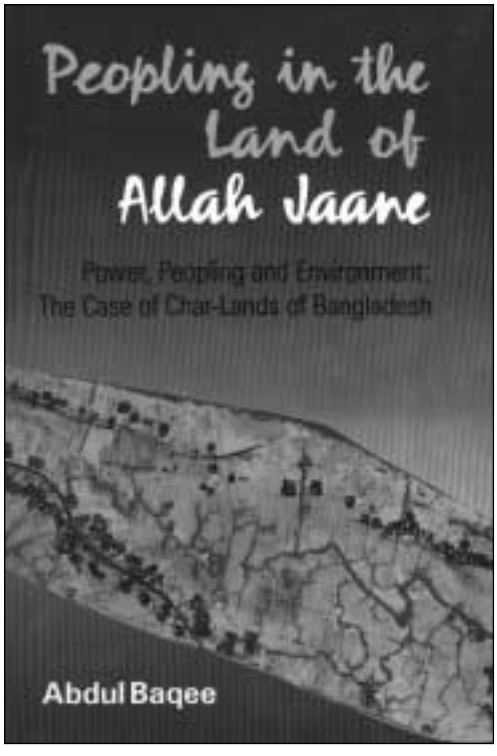

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্ত দেশ। উত্তর-পূর্ব ইন্ডিয়ার প্রায় শুষ্ক ও নাতিবৃষ্টি ভূখণ্ড এবং বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাঝে অবস্থিত বাংলাদেশ দু'টি বিপরীত ভূসংস্থান, জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল, জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি ও জৈব পরিবেশ ব্যবস্থার বিচিত্র মিশ্রণ। তার ব্যতিক্রমী ভূমণ্ডলীয় অবস্থানটি বিশ্বের বৃহত্তম সক্রিয় বদ্বীপ হিসেবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। দক্ষিণ এশিয়া ও চীনের প্রায় ৬ লাখ বর্গকিলোমিটার জলধারণ ক্ষেত্রের পানি বাংলাদেশের নদীবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে নিকাশ হয়। প্রতিবছর তার নদীগুলো ২০০ কোটি টন পলিমাটি সমুদ্রে নিয়ে যায়। তবে এর অনেকটাই তার ২৫০টি বড় নদীর তলায় থেকে যায়। বাংলাদেশের ভূখণ্ড সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র এক মিটার উঁচু। প্রতিবছর ৮০ ইঞ্চি গড় বৃষ্টিপাতের পানি বর্ষায় ওপরের বহির্দেশ থেকে নেমে আসা বিপুল জলস্রোতের সঙ্গে মিলে ব্যাপক বন্যা ও নদীভাঙন ঘটায়। যেকোনো স্বাভাবিক বছরে বর্ষাকালে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকা জলের নিচে চলে যায়। বর্ষার সময় বাড়তি জল দ্রুত সমুদ্রে নামতে পারে না বলেই বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়। বাংলাদেশের এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলো তাই জন্ম দেয় এক অসাধারণ ভূমি গঠনের, যার নাম চরাঞ্চল। এই চরাঞ্চল এমনই এক বন্য ভূখণ্ড যে, তাকে বাংলাদেশের ভেতরের সীমান্ত বলে অভিহিত করা যায়।

প্রতি বছর আমন ও বোরো ধান কাটার মৌসুমে (যথাক্রমে ডিসেম্বর-জানুয়ারি ও এপ্রিল-মে) সংবাদপত্রগুলোতে চরাঞ্চলের হিংসাত্মক ঘটনার রিপোর্টের আধিক্য থাকে। রক্তাক্ত সংঘর্ষগুলো ঘটে দুটি বিবদমান পক্ষের লাঠিয়ালদের জমি ও ধান দুটোই দখলের অভিযান থেকে। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, বলাৎকার ও খুন এসব সংঘর্ষ থেকে ঘটে। চরাঞ্চলের কৃষকের জীবন তাই হব্‌স-এর ভাষায় ‘দুর্ভাগা, বিপজ্জনক, নির্মম ক্ষণস্থায়ী,’ যারা উর্বর চরের জমির মালিকদের ভূমিদাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

আব্দুল বাকি খুব সঠিকভাবেই বইটির নাম দিয়েছেন ‘আল্লাহ জানেন-এর দেশে বসতি স্থাপন’। এ উক্তিটি বাংলাদেশের মুসলমানরা অহরহ উচ্চারণ করেন। চরের চরম অনিশ্চয়তাময় কঠিন জীবন ও প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রতিদিন লড়াই করে বেঁচে থাকার জীবন চরবাসী কৃষককে করে তোলে নিয়তিবাদী। দুর্ভাগ্য ও বিপদকে প্রশ্নহীন অন্ধ বিশ্বাসে মেনে নেয়াই হয়ে দাঁড়ায় তাদের ধর্ম। তাই চরাঞ্চলের অন্য নাম শুধু ‘আল্লাহই জানেন’-এর দেশ।

এই ভঙ্গুর ও বিপদসঙ্কুল পরিবেশে যে রূঢ় ও নির্দয় মানুষগুলো বাস করে তাদের সমাজকে আব্দুল বাকি সমীক্ষা করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষক। আমি যতদূর জানি, এটি এ দেশের চরাঞ্চলের মানুষ, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে বাস্তব জরিপে আহরিত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে সম্পাদিত প্রথম সমীক্ষা গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে এ বইটি একটি সমাজবিজ্ঞানমূলক সমীক্ষা, যাতে একটি বিশেষ ধরনের সমাজ গঠনে এক ভিন্ন প্রকৃতির উৎপাদন সম্পর্কের জালে আবদ্ধ বসবাসরত মানুষের জীবন তুলে ধরা হয়েছে।

এ সমীক্ষাটি একজন সামাজিক নৃতত্ত্ববিদ অথবা সমাজবিজ্ঞানীর পক্ষে করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বাকি এ বিষয়ে নিজেকে প্রথম গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটা এ দেশের নৃতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের নিঃসন্দেহে লজ্জা দেবে।

চরাঞ্চলে যারা বাস করে তাদের স্থানীয় নাম ‘চউরা’। এ মানুষগুলো সমতলভূমির বাসিন্দাদের তুলনায় ভিন্ন ধাতুতে গড়া। বৈরী ভুবনে যে নির্মম যুদ্ধ করে তাদের বেঁচে থাকতে হয় তা তাদের শরীর ও মনকে কঠিন ও নিষ্ঠুর করে তোলে। তাদের একই সঙ্গে প্রকৃতির বিধ্বংসী শক্তি ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবেশী মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। বাকির ভাষায়: ‘জোর যার মুলুক তার’ ও ‘যোগ্যতমই টিকে থাকে’ এ দুই প্রাচীন প্রবাদ চরাঞ্চলের সমাজনীতি’ (পৃ: ২০৩)।

বাকি আরও জানান, ‘চরাঞ্চলের ক্ষমতা-কাঠামোটি বিবদমান দলগুলোর সংঘাতের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একদল জমির মালিক ‘চউরা’দের একটি অংশকে তার সম্পদের জোরে নিয়ন্ত্রণ করে। এই জমি মালিকদের লাঠিয়ালরা এমন কোনো কাজ নেই যা তাদের প্রভুদের স্বার্থরক্ষার জন্য করবে না। জমি মালিকদের অন্য দলগুলো তাদের ক্ষমতা ‘গুষ্টি’ (অভিন্ন বংশের সদস্য) ও বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্ট আত্মীয়দের মাধ্যমে প্রয়োগ করে... মাতব্বররা চর-সমাজে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কূট কৌশলের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে সন্দেহ ও ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করে। এর ফলে ‘চউরা’ সমাজে অবিশ্বাস ও চক্রান্তের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে’ (পৃঃ ২০২-২০৪)।

বাকি জানাচ্ছেন, যে দেশের ভূমি আইনগুলো চরাঞ্চলে অনেকটাই অচল। সেখানে জমি মালিকদের ইচ্ছাই আইন যা শক্তি দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে সব বিরোধের মীমাংসা করে। জমি মালিকরা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা যথা জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তহসিলদার ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থানার দারোগার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এসব সংযোগ মাতব্বরদের আইনের হাত থেকে রক্ষা করে ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন চর ও কৃষকদের ওপর নিরঙ্কুশ শাসন চালানোর সুবিধা দেয়।

চরাঞ্চলের এই সহিংস ভুবনে বসতি স্থাপন প্রক্রিয়াকে বাকি একটি তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন। বসতি স্থাপন প্রক্রিয়ার নাম তিনি দিয়েছেন ‘জনায়ন’ (Peopling)। এই

'জনায়ন' প্রক্রিয়ার চারটি পর্যায়। এগুলো হচ্ছে- ১. দল গঠন, ২. অভিযাত্রী, ৩. বসতি বিস্তার ও ৪. বসতির স্থিতিভবন। এই প্রক্রিয়াকে বাকি যে তাত্ত্বিক কাঠামোয় বিশ্লেষণ করেছেন তার নাম তিনি দিয়েছেন : 'ক্ষমতা-পরিশ্রুত-উপনিবেশ-স্থাপন' (Power-filtered-settlement-process)। এর তিনটি অংশ। ১. প্রাকৃতিক পরিবেশ, ২. ক্ষমতা খুঁটির ক্রিয়া ও ৩. স্থানীয় প্রশাসন। এ তিনটি অংশের মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'ক্ষমতা খুঁটি' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'ক্ষমতা খুঁটি'র অর্থ হচ্ছে যারা বা যে ব্যক্তি সমষ্টি বসতি স্থাপনকারী ভূমিহীন কৃষকদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

যখন একটি বসতি কোনো বাধা ছাড়াই গড়ে ওঠে তাকে বাকি বলেন, 'একক-ক্ষমতাখুঁটি-পরিশ্রুত-বসিত।' এরকম জায়গায় একটি মাত্র ক্ষমতাশালী দল বা পরিবার পুরো বসতি স্থাপন প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব, দিকনির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যেসব বসতি অনেকগুলো ক্ষমতাবান দল বা সমষ্টির উদ্যোগে বসানো হয় সেগুলোকে বাকি বলেন : 'বহু ক্ষমতাখুঁটি-পরিশ্রুত-বসতি'। এরকম বসতিতে সহিংসতা নৈমিত্তিক ঘটনা, কারণ জেগে ওঠা নতুন চরের দখল নিতে ক্ষমতাখুঁটির অভ্যন্তরে একাধিক দলের প্রত্যেকটি নিজ স্বার্থরক্ষার দ্বন্দ্বে অপর দলের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। তবে জমি মালিকদের নেতৃত্বে সংঘটিত এসব সংঘর্ষে হতাহত হয় প্রধানত তাদের পদাতিক বাহিনী হতভাগা ভূমিদাস কৃষকরা, মাতব্বররা কদাচিৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাকি 'বহু-ক্ষমতাখুঁটি-পরিশ্রুত-বসতি'গুলোতে সংঘটিত সহিংস ঘটনার বিশদ কালানুক্রমিক ও স্থানিক তথ্য বইটিতে দিয়েছেন (পৃ: ১১২-১১৪)।

সমীক্ষার জন্য বাকি বেছে নিয়েছিলেন যথাক্রমে পদ্মা-যমুনা ও পদ্মা-মেঘনার সঙ্গমস্থলের মধ্যবর্তী অঞ্চল (ফরিদপুর-ঢাকা-মানিকগঞ্জ)। সমীক্ষায় তিনি ক্রস-সেকশনাল জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার এবং ৫টি থানার অধীন ৮টি চরে কাজ করেন। জরিপের আওতায় ছিল ৬৮৪টির মধ্য থেকে নমুনা চয়নের মাধ্যমে বেছে নেয়া ২২৪টি গৃহস্থালি। ফিল্ডওয়ার্ক হয়েছিল ১৯৯৩-৯৪ সালে। বাকি জানিয়েছেন যে, বড় চরগুলো দেশের তিনটি প্রধান নদী যথা– পদ্মা, যমুনা ও মেঘনার দু'ধারে গড়ে ওঠে। তবে মধ্য দক্ষিণ অঞ্চলের অন্য বড় নদীগুলোতে চর রয়েছে। এছাড়া উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপ এবং চট্টগ্রামের দু'একটি নদীতে চর রয়েছে।

চরাঞ্চলে মানববসতি বা উপনিবেশ স্থাপন প্রক্রিয়ার কোনো অংশ অথবা বিষয় বাকি তার আলোচনায় উপেক্ষা করেননি। তিনি যখন যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন বা যুক্তি উপস্থাপন করেন তা আশ্চর্যরকম পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সূক্ষ্মদর্শী। তিনি বাংলার জমি মালিকানার ঐতিহাসিক পটভূমি, জমির বৈশিষ্ট্য, ভূমি-আইন, আইন কিভাবে কাজ

প্রতি বছর আমন ও বোরো ধান কাটার মৌসুমে (যথাক্রমে ডিসেম্বর-জানুয়ারি ও এপ্রিল-মে) সংবাদপত্রগুলোতে চরাঞ্চলের হিংসাত্মক ঘটনার রিপোর্টের আধিক্য থাকে। রক্তাক্ত সংঘর্ষগুলো ঘটে দুটি বিবদমান পক্ষের লাঠিয়ালদের জমি ও ধান দুটোই দখলের অভিযান থেকে। লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, বলাৎকার ও খুন এসব সংঘর্ষ থেকে ঘটে। চরাঞ্চলের কৃষকের জীবন তাই হব্‌স-এর ভাষায় 'দুর্ভাগা, বিপজ্জনক, নির্মম ক্ষণস্থায়ী,' যারা উর্বর চরের জমির মালিকদের ভূমিদাস ছাড়া আর কিছুই নয়

করে, ক্ষমতা ও ক্ষমতা সম্পর্ক, চরের ভৌগোলিক অবস্থান, সহিংসতা, চরে বসতি স্থাপন প্রক্রিয়া, চাষাবাদের বন্দোবস্ত, উৎপাদন সম্পর্ক, সামাজিক দল ও সংগঠন, গৃহস্থালি, বন্যা, নদী ভাঙন, চর জেগে ওঠা ও বিলীন হওয়া (সিকস্তি-পয়স্তি), বসতি লোপ পাওয়া ও সরে যাওয়া, লৈঙ্গিক বৈষম্য, নারীর অবস্থান, সরকারের ভূমিকা, বসতি বিন্যাসের রূপ, কৃষকের ও জমি মালিকের প্রাত্যহিক জীবন ইত্যাদি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।

তাই ২২৭ পৃষ্ঠার এ বইটিতে বাংলাদেশের এই অভ্যন্তরীণ 'অজানা জগৎ' সম্পর্কে যে তথ্য রয়েছে তা সত্যিই আকর্ষণীয়। এ বইটি এ দেশকে নতুন করে আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে যাকে আমরা ভালো করে জানি বলে এতোদিন ভেবেছি। এছাড়া বইটি এ দেশের একজন গবেষকের উঁচুমানের পেশাদারি দক্ষতারও প্রতিফলন ঘটিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, এ বইটি এ দেশের সমাজবিজ্ঞানের বিরল প্রকাশনার তালিকায় অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন হবে। বাংলাদেশের সমাজকে জানতে আগ্রহী সকল অনুসন্ধিৎসুর জন্য বইটি অবশ্য পাঠ্য।

Peopling in the Land of Allah Jaane; Abdul Baqee; University Press Ltd. Dhaka; 1998; pp-235, Price: Tk. 300.00

আমলকি বেরিয়েছে

আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বাংলা ভাষার ছোটতম কবিতাপত্র আমলকি। খোকন কোড়ায়া ও সাইদুজ্জামান রওশন সম্পাদিত আমলকি পদার্পণ করেছে ষোলতম বর্ষে। আগস্ট ২০০২-এ প্রকাশিত হয়েছে তাদের ৩৩তম সংখ্যা। ৩৯টি কবিতা রয়েছে এ সংখ্যায়। আহমেদ নূর 'বৃষ্টি' কবিতায় প্রকৃতিকে ভালোবেসে লিখেছেন–

উঠোন জুড়ে বৃষ্টি নামে
বৃষ্টি নামে বনে,
বৃষ্টি নামে ভরদুপুরে
শরীর এবং মনে।

আবার আরমীন ইসলাম বিপা 'আমি' কবিতায় চেয়েছেন বন্ধন থেকে মুক্তি–

সিদ্ধার্থ ছেড়েছে ঘর পূর্ণিমা রাতে
আমি ছাড়ব ঘর আলোকিত প্রভাতে।

এমনিভাবে কবিতাসমূহের বিষয়বস্তুতে রয়েছে বৈচিত্র্য। ফলে পাঠকের কাছে তা কখনো একঘেয়ে লাগবে না। নবীন কবিরা আমলকিতে তাদের লেখা পাঠাতে পারেন নিম্নলিখিত ঠিকানায়- জনান্তিক, আজিজ সুপার মার্কেট (নিচতলা), শাহবাগ, ঢাকা। ফোন: ০১১৮১২০১৯

শুক্রবার বাদে সপ্তাহের প্রতিদিন জনান্তিক থেকে আমলকি সংগ্রহ করা যাবে।